আহমদীয়া খিলাফত শতবর্ষে প্রদত্ত
ঐতিহাসিক ভাষণ

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান

খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান

“তবে একথা অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে আমি বলতে পারি, খোদা তাআলা এ যুগকে স্বীয় অফুরান সাহায্য ও সমর্থনে ধন্য করে উন্নতির রাজপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবেন, ইনশাল্লাহ্‌তালা। এমন কেউ নেই যে, এ যুগে আহমদীয়াতের উন্নতিকে ঠেকাতে পারে এমনকি এ উন্নতি ভবিষ্যতেও কখনো বাধাগ্রস্ত হবে না। খলীফাদের ধারা বহমান থাকবে এবং আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে, ইনশাল্লাহ।”

– হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খলীফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস
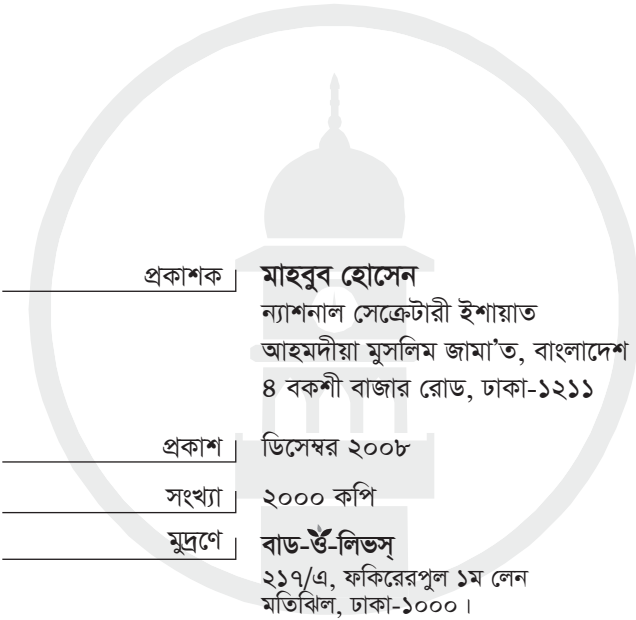
প্রকাশক | **মাহবুব হোসেন**
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশ | ডিসেম্বর ২০০৮

সংখ্যা | ২০০০ কপি

মুদ্রণে | **বাড-ও-লিভস্**
২১৭/এ, ফকিরেরপুল ১ম লেন
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Historical Lecture at Centenary Khilafat Ahmadiyya

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad atba
Khalifatul Masih V
Head of Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

Published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
Cover Design : Muhammad Nurul Islam Mithu

ISBN 984 991 003 8

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুপ্রেরণায় আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি। একই সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আহমদীরাও MTA-র মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আপনাদের এবং পৃথিবীর সকল আহমদীদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর নিষ্ঠাবান দাস তথা মসীহ্ ও মাহদীর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কল্যাণে আমরা আজ এক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ্ তাআলা যে অনুগ্রহবারি বর্ষণ করেছেন এবং করছেন এরই সুবাদে সেই জনপদকেও আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, অবশ্য সামনের কয়েকজন ছাড়া অন্যরা টিভি না থাকার কারণে দেখছেন না, যে জনপদ ছিল একটি ছোট্ট গ্রাম মাত্র, যাকে কেউ চিনতো না। এখন তা আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। সারা বিশ্ব আজ মুহাম্মদী মসীহ্র এই গ্রামকেই কেবল চিনে না বরং এই জনপদের অলি−গলি আর সেই শুভ্র মিনারকেও চিনে−যা মুহাম্মদী মসীহ্র আগমনবার্তা ও আবির্ভূত হওয়ার প্রতীকস্বরূপ নির্মাণ করা হয়েছে। নিজ প্রিয় মসীহ্কে প্রদত্ত খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, দৃঢ় প্রত্যয়ী ও প্রতিশ্রুত সেই পুত্রের অবদান হিসেবে তৃণলতাহীন এক প্রান্তরকে সবুজ-শ্যামল, ফুলে-ফলে সুশোভিত ও গাছপালায় ছায়াঘেরা নগরীতে (রাবওয়া) রূপান্তরিত হওয়ার দৃশ্যও এই মহতী অনুষ্ঠানে আজ আমরা অবলোকন করছি। এখন রাবওয়ার ছবিও আমাদের সামনেই রয়েছে। সুতরাং আজ আপনারা পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভেসে আসা এই দৃশ্য এবং ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাশ্চাত্য থেকে স্থায়ী কুদরত প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি, ঐশী কৃপাবারির বর্ষণ ধারা, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকাতেও যুগ খলীফার সবাকচিত্র

দেখছেন ও তাঁর পবিত্রবাণী শুনছেন। এ সবকিছু প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টি সুনিশ্চিতভাবে এদিকে নিবদ্ধ করে যে, আল্লাহ্ তাআলা নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং করছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আজও পৌঁছাচ্ছেন। আহমদীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রতি সমর্থনের নিদর্শনস্বরূপ খিলাফতের উন্নতির দৃশ্য অতীতেও আমরা দেখেছি এবং আজও দেখছি। আহমদীয়া খিলাফতের সাথে খোদা তাআলার ব্যবহারের শতবর্ষের ইতিহাস আমাদের ঈমানকে দৃঢ় ও উজ্জীবিত করছে। এসব কারণে খোদার কৃতজ্ঞতাপরায়ণ দাস হিসেবে তাঁর সামনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি আমাদের জন্য আবশ্যক নয়? অতএব আজকের এই অনুষ্ঠানও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপই হচ্ছে। ইসলামের ইতিহাসে এক নব ও সোনালী অধ্যায় রচনা করছে, এই দিন–যা খোদা তাআলা আমাদের মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান সেবকের হাতে প্রতিষ্ঠিত জামা'তের মাধ্যমে দেখাচ্ছেন। অতএব এই মানসে তথা এই নিয়ামতের প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এ অনুষ্ঠান আর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ উপলক্ষ্যে যেসব অনুষ্ঠানাদি আমরা পালন করছি তা কেবল বৈধই নয় বরং তা একান্তভাবে খোদা তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** *(সূরা আয্ যোহা:১২)*। অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রভুর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, *'খোদার দাসত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, বিনয় এবং নম্রতা। কিন্তু* **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** *আয়াতে উল্লেখিত নির্দেশ অনুযায়ী ঐশী নিয়ামত লাভের কথা প্রকাশ করাও অত্যাবশ্যক। তিনি আরও বলেন,* **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** *নির্দেশ অনুসারে একথা প্রকাশে এই অধম কোন ক্ষতি দেখে না যে, দয়ালু ও অনুগ্রহকারী খোদা শুধুমাত্র নিজ অনুগ্রহে এই অধমকে সমস্ত কল্যাণের এক বিরাট অংশ প্রদান করেছেন এবং এই অকর্মণ্যকে রিক্তহস্তে পাঠাননি বা নিদর্শনাবলী ছাড়া প্রত্যাদিষ্ট করেননি বরং এতসব নিদর্শনাবলী দান করেছেন যার কোন-কোনটি প্রকাশিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। খোদা তাআলা স্বীয় সত্য যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না করছেন ততক্ষণ এ সমস্ত নিদর্শন প্রকাশ করতেই থাকবেন।'* এরপর তিনি (আ.) বলেন, *'স্মরণ রেখো! মানুষের সর্বদা ও সর্বাবস্থায় দোয়ার ভিখারী হওয়া এবং* **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** *'র উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত।*

খোদা প্রদত্ত দানের কথা প্রকাশ করা উচিত। এতে খোদা তাআলার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর ইতায়াত ও আনুগত্যের জন্য হৃদয়ে প্রবল প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তাহ্‌দীস কেবল মৌখিক প্রকাশকেই বলা হয় না বরং মানুষের জীবনেও তা প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতএব আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অবারিত যে দানে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন এবং তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এ দানের জন্য খোদার কৃতজ্ঞপরায়ণ বান্দা হয়ে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করুন যেন এই নিয়ামতের প্রবাহে কখনো ঘাটতি না পড়ে বরং প্রত্যেক নতুন দিন যেন নতুন মহিমা নিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উক্তি অনুসারে, বিনয় ও নম্রতা হলো এর শর্ত। প্রত্যেক আহমদীকে এই গুরুত্বপূর্ণ শর্তের প্রতি সপ্রতিভ দৃষ্টি রাখা উচিত। আমরা আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে যতটা বিনত হবো, শুধু বাহ্যিকভাবেই নয় বরং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাকওয়ার ওপর যতটা প্রতিষ্ঠিত থেকে বিনয় প্রদর্শন করবো, ততটাই আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামতের অংশ আমরা পেতে থাকবো। আজকের এই দিনটি সাধারণভাবে–যা প্রতিবছরই পালিত হয়ে থাকে, আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে তা আমরা আজ বিশেষভাবে পালন করছি। এই দিবসটি আমাদের মাঝে যেন এ প্রেরণা সৃষ্টি করে যে, তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিনীত পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার শিক্ষা ও সকল আদেশ-নিষেধ সম্পূর্ণভাবে মেনে চলার ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট হই। আজ শুধু নযম পড়া, বেলুন উড়ানো ইত্যাদি এবং বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা বা এই আনন্দে ভাল-ভাল খাবার খাওয়া, মিষ্টি খাওয়া আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এখানে যে অনুষ্ঠান এখন হচ্ছে এবং বিভিন্ন জামা'তেও যা হবে, তা নিছক আনন্দ করার জন্য নয়। হ্যাঁ, এটিও একটি উদ্দেশ্য, যেমন আমি বলেছি, এটি আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামত প্রাপ্তির বহিঃর্প্রকাশ; কিন্তু এর ফলে আমাদের মনযোগ তাকওয়ার প্রতি নিবদ্ধ হওয়া উচিত। প্রতিযোগিতা যদি শুধু বাহ্যিক হৈ-চৈ, কৃত্রিমতা এবং লৌকিকতার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাহলে এটি ঠিক তেমনই ঘৃণ্য বিষয়, যেমন সালানা জলসা হতে পবিত্র পরিবর্তন ছাড়া রিক্ত হস্তে ফিরে যাওয়া বা যে কোন বিশৃঙ্খল কাজ হতে নির্বিকারে নির্লিপ্তভাবে ফিরে থাকা, যা খোদার সন্তুষ্টি

বহির্ভূত হয়ে থাকে। সুতরাং আজকের এই দিন নতুনভাবে অঙ্গীকার করার দিন। আজকের এই দিন ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হবার দিন। আজকের দিনটি সেদিন সম্পর্কে অবহিত হবার দিন, যেদিন জামা'তের সদস্যদের জীবনে এক ভূমিকম্প নেমে এসেছিল। একশ বছর পূর্বে আজকের এই দিনটির ঠিক একদিন পূর্বে এক ঘটনা ঘটেছিল–যা জামা'তকে প্রকম্পিত করেছিল। ১৯০৮ সনের ২৬শে মে যখন খোদার প্রিয় মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করেন, আর যে সংবাদ আল্লাহ্ তাআলা কিছুকাল ধরে তাঁকে দিয়ে আসছিলেন, তিনি (আ.) তা জামা'তকে অবগত করে আসছিলেন এবং আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকায় স্পষ্টভাবে এদিকে জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঈমান ও তাকওয়ায় উন্নতি করার জন্য বিশেষভাবে নসীহতও করেছিলেন। পাশাপাশি জামা'তকে সান্তনাবাণী দেন 'একথা মনে করো না যে, আমার বিদায়ের পর খোদার সমর্থনের হাত তোমাদের উপর থেকে সরে যাবে বরং খোদার প্রতিশ্রুতি আমার মৃত্যুর পরও পূর্ণ হতে থাকবে। চিরসত্য কথা হলো, জন্মালে মরতে হয়। সকল নবীও এ বিধান অনুযায়ী গত হয়েছেন এবং নিজ প্রভুর চিরস্থায়ী জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। এর জন্য তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তও আমরা এই চিরস্থায়ী জীবনের আকাঙ্ক্ষায় অতিবাহিত হতে দেখি। তাঁর মৃত্যুর পর জামা'তের সদস্যদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, তিনি এই ধরাধাম থেকে বিদায় নিতে পারেন। যাহোক, তাঁরা নিশ্চিত হলেন এটিই সেই প্রকৃত ঘটনা যার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং কিছুকাল থেকে জামা'তকে প্রস্তুত করছিলেন আর এ বিষয়ে ইলহামও হচ্ছিল। ১৯০৮ সনের ২০শে মে তাঁর উপর ইলহাম হয় ***'আর্ রাহীলু সুম্মার রাহীল ওয়াল মাওতু করীব'।*** অর্থাৎ, 'পরপারে যাত্রার সময় এসে গেছে, হ্যাঁ! যাত্রার সময় এসে গেছে, আর মৃত্যু সন্নিকটবর্তী', জামা'তের সদস্যরা যখন নিশ্চিত হলেন একথা সত্য, বর্ণনাকারী বলেন, মাগরিব নামাযের সময় কাদিয়ানের মসজিদে মুবারকের ছাদে আহাজারি ও ক্রন্দনের রোল পড়ে যায় কিন্তু একই সময়ে বিরুদ্ধবাদীদের নির্লজ্জ আচরণও ছিল চরম পর্যায়ে। লাহোরে আহমদীয়া বিল্ডিং এর পাশে–যেখানে তাঁর পবিত্র মরদেহ রাখা হয়েছিল, বিরুদ্ধবাদীরা শহরের উচ্ছৃংখল লোকদের সেখানে সমবেত করে গানে-গানে আনন্দ উল্লাসে মেতে

উঠে। বাজে আচরণ ও নির্লজ্জ ব্যবহারে তারা ভদ্রতার সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। উচ্ছৃংখল লোকদের দ্বারা এমনটি হওয়া সম্ভব, কিন্তু সংকীর্ণমনা ও নামসর্বস্ব পত্র-পত্রিকাও তাঁর মৃত্যুতে আনন্দ-উল্লাস করে নিজেদের হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছে এবং এ মনোভাব ব্যক্ত করেছে যে, মির্যা সাহেবের মৃত্যুর পর এখন এ জামা'ত (নাউযুবিল্লাহ্) ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু সে সকল অপলাপকারীদের জানা ছিল না যে, এটি তাদের ভ্রান্তি। দুনিয়ার কীটদের এটি নোংরা বাসনা। এটি ছিল তাদের ভ্রান্তি। খোদা তাআলা যে নিজ প্রেরিতদের জন্য আত্মাভিমান রাখেন সে বিষয়ে তারা অনবহিত। তাদের বিবেকের উপর পর্দা পড়েছিল। তাদের চোখও ছিল অন্ধ। যারা জানত না এ ব্যক্তি, যিনি আজ এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, যিনি নিজ মনিব ও অনুসরণীয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর চৌদ্দশ বছর পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার বিকাশস্থল, তিনি মু'মিনদের সেই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: আমি এমন লোকদের ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দিই এবং স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনে তাদের ভূষিত করি। আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে প্রকৃত মু'মিনদের এই সুসংবাদ দিয়েছিলেন 'মসীহ্ ও মাহ্দীর পৃথিবী থেকে বিদায়ের পর শত্রুদের আনন্দ-উল্লাস হবে ক্ষণস্থায়ী এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহের চাদরে এই মসীহ্ ও মাহ্দীর ভক্তদের আচ্ছাদিত করবেন। হযরত হোযায়ফা হতে বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী (সা.) নিজ যুগ হতে আরম্ভ করে আখারীন পর্যন্ত যুগের চিত্র অংকন করে বলেন,

> *"তিনি {হযরত হোযায়ফা (রা.)} বলেন, 'হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত ততদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ তাআলা চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততদিন বিদ্যমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। এটি ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর*

জরবদস্তিমূলক সাম্রাজ্য কায়েম হবে এবং এটি ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে গেলেন।"

সুতরাং মু'মিনদের উদ্দেশ্যে এটি তাঁর সান্তনাবাণী ছিল, সেই সমস্ত মু'মিনদের জন্য, যাঁরা মহানবী (সা.)-এর প্রেমিকের জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ছিল। মসীহ্ ও মাহদীর অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার দয়া উথলে উঠবে আর শত্রু যতই ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করুক, যতই আনন্দের ঢোল-বাদ্য বাজাক, এই চিরস্থায়ী 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত' মসীহ্র অনুসারীদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে–যা প্রত্যেক ভীতির সময়ে তাদের নিরাপত্তার শুভসংবাদ দিতে থাকবে। আর এটি আল্লাহ্ তাআলার তকদীর এবং এমন তকদীর–যা অটল–যা প্রকৃত মু'মিনদের নিয়তি। নীচমনা কিছু লোক, কতক বখাটে–যারা নিজেদেরকে বড় জ্ঞানী মনে করে, তারা এই তকদীরকে পরিবর্তন করতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকায় এ বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন এবং জামা'তকে সান্তনা দিয়েছেন। তিনি (আ.) জানতেন যে, নবীদের বিরুদ্ধবাদীদের অভ্যাস হলো তাঁদের (নবীগণের) মৃত্যুর পর বিরোধীরা মনে করে যে, এরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এই জামা'ত কিভাবে টুকরো-টুকরো হয় সে দৃশ্য দেখার জন্য বিরুদ্ধবাদীরা ও মুনাফিকরা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষারত থাকে। কিন্তু সেই খোদা, যিনি স্বীয় নবীদের পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন তিনি আপন শক্তি প্রদর্শন করেন। আর সেই খোদা যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-কে বিশ্বে পাঠিয়েছিলেন এবং এ ঘোষণাও করিয়েছিলেন যে, তাঁর (সা.) শরিয়ত চিরস্থায়ী শরিয়ত। তাঁর মৃত্যুর পর উম্মতের উপর কিছু বিপদ অবশ্যই আসবে কিন্তু উল্লেখিত হাদীসের আলোকেও স্পষ্ট যে, মুহাম্মদী মসীহ্র আগমনের পর অবশেষে ইসলামের বিজয়ের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। বিরোধিতা যদিও হবে, কিন্তু পথের ধূলার মতই দেখতে-দেখতে তা অদৃশ্য হয়ে যাবে। সুতরাং

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে সান্তনা দিয়েছেন যে, বিরুদ্ধবাদীরা যখন হাসি-ঠাট্টা করে তখন তোমরা চিন্তিত হবে না। আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকায় জামা'তকে সান্তনা দিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

'আর এটা খোদা তাআলার সুন্নত এবং যখন থেকে তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে সর্বদাই তিনি এ সুন্নত প্রকাশ করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী রসূলগণকে সাহায্য করে থাকেন এবং তাঁদের জয়যুক্ত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي *(সূরা মুজাদালাঃ ২২)।*

'গালাবা' শব্দের অর্থ হলো-, খোদার 'হুজ্জত' বা অকাট্য প্রমাণ পৃথিবীতে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যা রসূল ও নবীগণের লক্ষ্য হয়ে থাকে এবং কেউ যেন এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম না হয়। এতদনুসারে খোদা তাআলার প্রবল 'নিদর্শনসমূহ' দ্বারা তাদের (অর্থাৎ নবীদের) সত্যতা প্রকাশ করেন এবং যে সাধুতা তাঁরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, খোদা তাআলার এক বীজ তাঁদের হাতেই বপন করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের হাতে এর পূর্ণতা দান করেন না বরং এমনই সময়ে তাঁদের মৃত্যু দেন, যা বাহ্যত এক প্রকার ব্যর্থতার আশংকা নিজের মাঝে রাখে এবং তিনি বিরুদ্ধবাদীদের হাসি–ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করার সুযোগ দেন। আর তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রদর্শন করার পর, তিনি আপন কুদরতের অপর হস্ত প্রদর্শন করেন এবং এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যদ্বারা সেই উদ্দেশ্যসমূহ, যার কোন-কোনটি অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল, তা-ও পূর্ণতা লাভ করে।

সংক্ষেপে, খোদা তাআলার দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন। প্রথমত স্বয়ং নবীগণের দ্বারা তাঁর শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত অপর শক্তি বা মহিমা এরূপ সময়ে প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রুপক্ষ শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং মনে করে নবীর মিশন এখন ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন

তাদের এই প্রত্যয়ও জন্মে, এ জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে এখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। জামা'তের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে; এমনকি তাদের কোমর ভেঙ্গে যায় আর কোন-কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। খোদা তাআলা তখন দ্বিতীয়বার আপন মহাশক্তি প্রদর্শন করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করেন, তারা খোদা তাআলার এই নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। যেমনটি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুকে যখন এক প্রকার অকালমৃত্যু মনে করা হয়েছিল। বহু মরুবাসী অজ্ঞ মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবাগণও শোকে পাগলপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। তখন খোদা তাআলা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)-কে দাঁড় করিয়ে পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এভাবে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ হতে রক্ষা করেন এবং

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً

প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যা তিনি পূর্বেই দিয়েছিলেন; অর্থাৎ- "ভয়ভীতির পর আমি তাদেরকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবো।" (সূরা নূর: ৫৬)।

তিনি (আ.) তাঁর জামা'তকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

''অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হতে আল্লাহ্ তাআলার বিধান এটিই, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি বৃথা আস্ফালনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান। সুতরাং এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, খোদা তাআলা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য তোমাদেরকে আমি যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত

আসতে পারে না। কিন্তু আমি যখন চলে যাব, তখন তোমাদের জন্য খোদা সেই ‘দ্বিতীয় কুদরত’ প্রেরণ করবেন–যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে। যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। খোদা তাআলা বলেছেন:

میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو
ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دونگا۔

(অর্থাৎ- ‘আমি তোমার অনুসারী এ জামা’তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের উপর প্রাধান্য দিব’ -- অনুবাদক।) সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই যুগ আসতে পারে–যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির যুগ। আমাদের খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। যা কিছু তিনি অঙ্গীকার করেছেন, তা সবই তিনি তোমাদের দেখাবেন। বর্তমান যুগ যদিও পৃথিবীর শেষ যুগ আর বহু বিপদাপদও রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হওয়ার সময়, তথাপি সেসব বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্পর্কে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার পক্ষ হতে এক প্রকার কুদরতস্বরূপ আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি আসবেন যাঁরা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হবেন।” (আল ওসীয়্যত পুস্তিকা, রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড, পৃ. ৩০৫-৩০৬)।

আয়াতের একটি অংশ আমি উদ্ধৃতিতে পড়েছি পুরো আয়াতটিকে আয়াতে ইস্তেখলাফ বলা হয়ে থাকে। এটা এরূপ:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

অর্থাৎ- তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের

খলীফা বানাবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর একে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপর যারা অস্বীকার করবে, তারাই হবে দুস্কৃতকারী। *(সূরা আন-নূর:৫৬)।*

এ আয়াত মু'মিনদের জন্য একটি মহান শুভ সংবাদ এবং হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য এমনই এক মহৌষধ যার জন্য খোদা তাআলার কৃতজ্ঞতা যতটাই প্রকাশ করা হোক না কেন, তা যথেষ্ট হবে না। কিন্তু এটি চিন্তার কারণও বটে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমার এ প্রতিশ্রুতি মু'মিনদের সাথে, যারা ঈমানে দৃঢ়, নামায কায়েম করে, এবং যাকাত প্রদান করে। অর্থাৎ–খোদা প্রদত্ত দায়িত্ব পালনকারী। বিভিন্ন স্থানে খোদা তাআলা ঈমানের যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলোর প্রথমটি হলো অদৃশ্যের উপর ঈমান।

এই ঈমান যদি পরিপূর্ণ হয় তবেই মানুষ খোদা তাআলার বান্দা আখ্যায়িত হতে পারবে। তবেই এমন ব্যক্তির ভালবাসা খোদার সন্তুষ্টির জন্য হবে। খোদার ভয়ে এমন মু'মিনদের হৃদয় ভীত ও ত্রস্ত থাকবে আর তারা খোদাভীতির পথে বিচরণকারী হবে আর পূর্ণাঙ্গীন আনুগত্যের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর আদেশ মান্যকারী হবে। আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে। কেবল নামায পড়াই যথেষ্ট নয়, শুধু রোযা রাখাও যথেষ্ট নয়, নিছক যাকাত দেয়াই যথেষ্ট নয়, হজ করাই সবকিছু নয় বরং আল্লাহ্ তাআলা যেসব সৎকর্মের প্রতি পবিত্র কুরআনে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন যে, এগুলো সম্পাদনও আবশ্যক। ঈমান ও সৎকর্ম একটি অপরটির পরিপূরক ঈমান ছাড়া কর্ম কোন ফলোদয়কারী নয়; একইভাবে সৎকর্ম ছাড়া ঈমান অসম্পূর্ণ। অতএব আল্লাহ্ তাআলা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান–যা আল্লাহ্‌র অধিকার এবং একই সাথে মানুষের অধিকারও প্রদানকারী হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঈমান ও সৎকর্ম সম্পর্কে বলেন:

‘কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌ তাআলা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে সংযুক্ত করেছেন। আমলে সালেহ্‌ বলতে সেই কর্মকে বুঝায় যাতে অণু পরিমাণও ত্রুটি থাকবে না। স্মরণ রাখবে! মানুষের কর্মের উপর চোর সদা হামলা করে–এর অর্থ কি? এর অর্থ হলো, লোক দেখানো। মানুষ লোক দেখানের জন্য যখন কোন কাজ করে, আত্মশ্লাঘা–অর্থাৎ–কাজ করে মনে-মনে খুশী হয়, ফলে বিভিন্ন প্রকারের অপকর্ম ও পাপ তার দ্বারা সাধিত হতে থাকে, এর ফলে তার কর্ম ভেস্তে যায়। এমন কর্মকেই সৎকর্ম বলা হয়, যাতে অন্যায়, অহংকার ও লোক দেখানো মনোভাব থাকবে না, আর মানবাধিকারের লেশমাত্রও খর্ব হবে না। সৎকর্মের ফলে পরকালে যেভাবে মুক্তি লাভ হবে, এ পৃথিবীতেও তেমনিভাবে সৎকর্মের ফলে রক্ষা পাবে। গৃহে যদি সৎকর্মশীল একজন ব্যক্তিও থাকেন তাহলে পুরো পরিবার রক্ষা পায়। ভালভাবে বুঝে নাও, তোমাদের মাঝে সৎকর্ম যতক্ষণ না থাকবে শুধু ঈমান আনা কোন উপকারে আসবে না। এরপর বলেন, আমাদের নিজেদের বানানো বা মনগড়া কাজের নাম সৎকর্ম নয়। কোন ব্যক্তি স্বয়ং আমলে সালেহ্‌ বা সৎকর্মের ব্যাখ্যা করার অধিকার রাখে না। সৎকর্ম মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ বা সিদ্ধান্তের নাম নয় প্রকৃতপক্ষে আমলে সালেহ্‌ এমন কর্মকে বলা হয় যার মাঝে কোন ধরনের ত্রুটি থাকে না। কেননা সালেহ্‌ শব্দটি ফাসাদের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ যে খাবার কাঁচা বা পচা ও নিকৃষ্ট মানের নয় বরং তাৎক্ষণিকভাবে দেহের অংশ হয়ে যাওয়ার মত, এমন খাবারই তৈয়্যব আখ্যায়িত হয়। তেমনিভাবে আমলে সালেহ্‌’র মাঝেও কোন প্রকার ত্রুটি থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ- আল্লাহ্‌ তাআলার হুকুম ও মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী যেন হয় আর এতে যেন কোন প্রকারের শৈথিল্য, আত্মশ্লাঘা, লোক দেখানো মনোভাব না থাকে আবার যেন এটা নিজের মনগড়াও না হয়। কর্ম যখন এমন হয় তখন একে আমলে সালেহ্‌ বলা হয় আর এটি একটি অমূল্য রত্ন–অর্থাৎ- দুর্লভ এক জিনিস এবং অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু অর্থাৎ প্রত্যেক মুমিনের এ কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত।’

সুতরাং এমন পরিবর্তন যারা আনবেন তাদের সাথে আল্লাহ্‌

তাআলার প্রতিশ্রুতি হলো, এরা খিলাফতের কল্যাণ পেতে থাকবেন। এমন সব লোকই খিলাফতের সুরক্ষাকারী হবেন এবং খিলাফত তাদের সুরক্ষাকারী হবে। আর আল্লাহ্‌র দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলেই এই কল্যাণ ও সুরক্ষার দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হবে, অর্থাৎ-যারা মনগড়া পথে চলতে চায় এই প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য নয়। আজ উম্মতে মুসলিমায় খিলাফত প্রতিষ্ঠার কতইনা চেষ্টা চলছে কিন্তু তা ফলপ্রদ হতে পারে না এবং কখনোই হতে পারে না। কেননা এরা আল্লাহ্‌র পছন্দকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া ধর্ম প্রবর্তন করতে চায়। আল্লাহ্‌র প্রেরিত খিলাফতের আনুগত্য না করে মানুষের বানানো খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তারা জানে, তারা ভুল করছে অথচ আল্লাহ্ তাআলার সিদ্ধান্ত মানার জন্য তারা প্রস্তুত নয়। কিন্তু খোদা তাআলার আয়াতে ইস্তেখলাফে জামা'তকে যে, সান্তনা দিয়েছেন এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) করেছেন। আজ আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাস বিশেষভাবে আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষের ইতিহাস প্রত্যেক আহমদীকে আয়াতে ইস্তেখলাফের প্রকৃত জ্ঞান ও তাৎপর্য শিখিয়েছে এবং প্রত্যেক আহমদীকে বাস্তবে আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামত-বারির পরিপূরণস্থল বানিয়েছে। সুতরাং আজ এটি প্রত্যেক আহমদীর কাছে স্পষ্ট; আর সুস্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এর প্রত্যক্ষকারী শুধু তারাই হতে পারে, যারা পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং সৎকর্মশীল। বাইরের লোকেরাও এখন আমাদের অবস্থা দেখে নির্দ্বিধায় এ অভিব্যক্তি প্রকাশে বাধ্য হচ্ছে যে, ভীতিপূর্ণ অবস্থা শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তনের দৃশ্য যদি এ যুগে দেখতে হয় তাহলে আহমদীয়া জামা'তকে দেখে নাও। অতএব কত সৌভাগ্যবান আমরা যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই নিয়ামত লাভের যোগ্য হয়েছি। সুতরাং এই আয়াত—যাকে আয়াতে ইস্তেখলাফ বলা হয় আর যার কিছু অংশের উল্লেখ আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি থেকে শুনেছি, যা আমাদের মনযোগ এ দিকে আকর্ষণ করে যে, নিজ ঈমান ও কর্মের প্রতি দৃষ্টি দাও। আমি বলছিলাম, এরা বা অ-আহমদীরাও চায় যেন তাদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় তারা এর আবশ্যকতা উপলব্ধি করে; কিন্তু এদের মাঝে এটি প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। কেননা, তারা মনগড়াভাবে এটিকে সংজ্ঞায়িত করে। আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত খিলাফতকে গ্রহণ না করে এরা

নিজেদের মনগড়া খিলাফত চাপিয়ে দিতে চায়। অতএব তাদের ভীতির অবস্থা শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তন হওয়া এবং তাদের মাঝে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া কিভাবে সম্ভব? এটি আল্লাহ্ তাআলার পুরস্কার। আল্লাহ্ তাআলা এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মু'মিনদের ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে যেভাবে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেন; তেমনিভাবে তাঁর মনোনীত খলীফার হৃদয় থেকে সব ধরনের জাগতিক ভীতি দূর করে ভয়ের মোকাবিলা করার শক্তি প্রদান করেন। প্রত্যেক কঠিন মুহূর্তে তিনি স্বীয় অনুগ্রহের আশ্বাসবাণী শুনান, যেন যুগ খলীফা জামা'তকে সান্তনা দিতে পারেন। সুতরাং জাগতিক পরিকল্পনা কি ঐশী পরিকল্পনার মোকাবিলা করতে পারে? আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে পুনরায় নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের ভীতির অবস্থা শান্তিতে পরিবর্তন করবেন। যুগ খলীফাকে অবশ্যই পথ প্রদর্শন করবেন, তাঁর ইবাদতের দিকে অবশ্যই মনোযোগ নিবদ্ধ হতে থাকবে এবং কখনোই তিনি জাগতিক ভয়-ভীতি ও চাওয়া-পাওয়াকে আল্লাহ্‌র অংশীদার হিসাবে দাঁড় করাবেন না। তিনি কখনোই অকৃতজ্ঞতা দেখাবেন না, আর আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও সমর্থন এ বিষয়ের সাক্ষী হবে। মানবিক দুর্বলতাবশত যুগ খলীফার দ্বারা এমন কোন কাজ যদি হয়েও যায় তাহলে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং যুগ খলীফাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। খোদা তাআলার স্বীয় কৃপা ও নিজ মনোনয়নের কারণে এমতাবস্থায়ও উত্তম ফলাফল প্রকাশ করবেন, তবে জামা'তের সদস্যদের ইবাদতের প্রতি মনযোগী হতে হবে আর শির্‌কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপকেও এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ্ তাআলার এই নিয়ামতের মূল্যায়ন করে সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমি বলছিলাম জামা'তের সদস্যদেরও এই নিয়ামতের মূল্যায়ন করে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এমনটি যদি হয় তাহলে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, খোদা এমন লোকদের সামনেও থাকবেন আর পিছনেও, ডানেও থাকবেন আর বামেও এবং এমন কেউ নেই যে, তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে। সুতরাং আমরা এই অবস্থা খোদার প্রতিষ্ঠিত জামা'তে তখনও দেখেছি, যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর জামা'তের উপর এমন এক অবস্থা এসে যায়, যা হৃদয়গুলোকে প্রচন্ডভাবে প্রকম্পিত করে; প্রত্যেক আহমদীকে

বিচলিত করে তোলে। যেমন আমি পূর্বেই বলেছি, শত্রুরা আনন্দে ঢোল পিটিয়েছে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর এই জামা'ত এখন নিঃশেষ হতে চললো। বিরুদ্ধবাদীদের নিরর্থক ও আজে-বাজে সব কথাবার্তার কোন কোনটি এখানে উপস্থাপন করছি, যেন নতুন প্রজন্ম এবং নবাগতরাও বুঝতে পারে যে, বিরুদ্ধবাদীরা জামা'তের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিভাবে গুজব রটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, *'পীর জামা'ত আলী শাহ'র অনুসারীরা এই অপপ্রচার করেছে, অগণিত মির্যায়ী তওবা করে ফিরে আসছে, অর্থাৎ- আহমদীয়াত ছেড়ে তাদের তথাকথিত ইসলাম গ্রহণ করছে'* -অথচ আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। এগুলো ছিল তাদের অপপ্রচার। বর্তমানেও আমাদের বিরোধী হতভাগা মৌলভীরা এ ধরনের কথাই বলে বেড়ায় কিন্তু এসব কেবল তাদের অলীক বাসনা। এটি না পূর্বে পূর্ণ হয়েছে আর না আজ হবে। এখন তো জামা'তের উন্নতি দেখে বেচারা বিরুদ্ধবাদীরা এমনভাবে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে বসেছে যে, একদিকে বিবৃতি দেয় *'আমরা আহমদীয়াতকে শেষ করে দিয়েছি' অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর উপর চাপ দেয় যে, কাদিয়ানিদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করুন, অন্যথায় এরা সমস্ত উম্মতে মুসলেমাকে বিপথগামী করবে।'* যাহোক, এ হলো তাদের মনোভাব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কতভাবেই না তারা তাদের মনের জ্বালা মিটিয়েছে। এসম্পর্কেও দু'একটি ঘটনা শুনুন। মৌলভী সানাউল্লাহ্ লিখেছে, *মির্যার (হযরত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ (আ.)–অনুবাদক) সব পুস্তক সমুদ্রে নয়, চুলোয় নিক্ষেপ করুন, শুধু এটিই যথেষ্ট নয় বরং মুসলিম বা অমুসলিম কোন ঐতিহাসিক, ভারত বা ইসলামের ইতিহাসে ভবিষ্যতে তার নামও যেন উল্লেখ না করে।'*

খাজা হাসান নিযামী সাহেব, বাহ্যত যিনি একজন সুস্থ চিন্তার অধিকারী ও আত্মমগ্ন বলে প্রতীয়মান হতেন। তিনি আহমদীদের পরামর্শ দিয়ে লিখেন, *'তারা যেন মির্যা সাহেবের মসীহ্ ও মাহদী হবার দাবিকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে, অন্যথায় মির্যা সাহেবের মত বুদ্ধিমান এবং সুশৃংখল ব্যক্তিত্বের অবর্তমানে আহমদী জামা'ত সম্ভবত বিরুদ্ধবাদীদের আন্দোলনকে সহ্য করতে পারবে না এবং তাদের ঐক্য হারিয়ে যাবে।'*

অত্যন্ত নম্রভাষায় ও অতি সম্মানের সাথে নাম নিয়ে কথা বলেছেন

কিন্তু কথা একই, আহমদীরা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে কৃত বয়াত থেকে যেন সরে আসে আর তাঁর দাবিকে যেন অস্বীকার করে। বস্তুত তখন অবস্থা এমনই ছিল। যাদের উদ্দেশ্য অসৎ। তারাতো বাজে কথা বলছিলই, কিন্তু আপাত সুস্থ চিন্তাধারার অধিকারীরাও হৃদয়ের সুপ্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু তাদের চিন্তাধারা যেহেতু পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত ছিল তাই ঐশী প্রতিশ্রুতির দিকে তাদের দৃষ্টি যায়নি আর যাবার কথাও নয়, তাদের পক্ষে খোদার মসীহ্র এই ঘোষণার মর্ম বুঝা কখনো সম্ভব ছিল না যে, 'আমি যখন চলে যাবো খোদা তাআলা তোমাদের দ্বিতীয় কুদরত প্রদর্শন করবেন।' মুহাম্মদী মসীহ্র স্বপক্ষে কত মহিমার সাথে খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে এক বিশাল জনগোষ্ঠী তা প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের ঔদ্ধত্য এবং নীচ কামনা-বাসনাকে তাদের মুখে ছুঁড়ে মারা হয়েছে। যেসব পুস্তকাদি জ্বালিয়ে দিতে প্ররোচণা দেয়া হচ্ছিল তা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে আজ পুণ্যবানদের পথ-নির্দেশনার মাধ্যম হচ্ছে। ইতিহাস থেকে যে ব্যক্তির নাম মুছে ফেলার কথা চলছিল আজ তাঁর জয়ধ্বনি ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া এবং আমেরিকায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর নাম, ছবি ও লেখা ইথারের মাধ্যমে আজ পৃথিবীর সব অঞ্চলে, প্রতিটি ঘরে পৌঁছুচ্ছে। যারা বলতো, বিরুদ্ধবাদীদের হট্টগোল আহমদীয়া জামা'ত সহ্য করতে পারবে না, আজ তারা বেঁচে থাকলে দেখতো, চাপ সহ্য করতে না পারার তো প্রশ্নই উঠে না বরং আহমদীয়াতের নাম পৃথিবীর প্রতিটি শহরে পৌঁছে গেছে। পৃথিবীর সব দেশে বিরুদ্ধবাদীরা আহমদীয়াতের নাম শোনামাত্রই পাশ কাটিয়ে পলায়ন করে, অবশ্য নোংরা ও অশোভন কথা তাদের কাছে প্রচুর শুনতে পাবেন। সৎসাহস থাকলে প্রত্যেক দেশের টিভি ও রেডিও চ্যানেল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জাতীয় টেলিভিশনে আহমদীদের তাদের মতাদর্শ ও বিশ্বাস উপস্থাপনের অনুমতি ও সুযোগ প্রদান করুক। সরকার ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজ দায়িত্ব পালন করুক এবং আহমদীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক। ধর্মীয় বিষয়ে জোর-জবরদস্তির কোন সুযোগ নেই। মাশাআল্লাহ, প্রত্যেক বিবেকবান সাবালক ব্যক্তি নিজের ভালমন্দ বুঝে। সুতরাং তাদের ভয় কিসের? জোর করে কেউ কাউকে আহমদী বানাতে পারবে না। এই বিরুদ্ধবাদীরা এখন আমাদের চ্যানেল MTA-কে বন্ধ

করে দেয়ার দাবি তুলছে এবং কয়েক জায়গায় চেষ্টাও করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এমন উপকরণ তৈরি করেন, এক স্থানে দমিয়ে রাখার যদি চেষ্টা করা হয় তাহলে তা নতুন মহিমায় অন্যত্র আত্মপ্রকাশ করে। তাদের হৈ-হুল্লা জামা'তের কি-ইবা ক্ষতি করতে পারে? বর্তমানে তো MTA তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। এটি ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার দৃশ্য। কেউ খোদা তাআলার সাথে যদি যুদ্ধ করতে চায় তবে করে দেখুক। পূর্বেও ওরা নিজেদের পরিণাম দেখেছে আজও দেখে নিক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর শত্রুরা সর্বপ্রকারে এবং সর্বশক্তি নিয়োজিত করে আহমদীয়াতরূপী এই চারাগাছকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে আর এলক্ষ্যে যাবতীয় অপকৌশল অবলম্বন করেছে। কিন্তু সেই খোদা, যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে ইলহাম করেছেন, ***'গারাসতু লাকা বিইয়াদী রাহ্মাতী ওয়া কুদরাতী'*** অর্থাৎ- 'আমি নিজ হাতে তোমার জন্য স্বীয় রহমত ও কুদরতের বৃক্ষ রোপন করেছি।' সুতরাং এটি শত্রুদের ভ্রান্তি ছিল যারা মনে করতো যে, আহমদীয়াতের চারাগাছটি প্রাথমিক অবস্থায় আছে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পর এটি ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমিই এ বৃক্ষ রোপন করেছি। আমার রহমত ও কুদরতের এমন গাছ বপন করেছি যার অদৃষ্ট হলো ফুলে-ফলে সুশোভিত হওয়া ও বেড়ে উঠা, যার শিকড় মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা গগনচুম্বী। আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে দ্বিতীয় কুদরতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং একইসাথে এই ঘোষণাও করেছিলেন যে, এটা স্থায়ী। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তাআলার রহমতে রোপিত এই বৃক্ষের ফল প্রদান ও স্বীয় কান্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। সেই বৃক্ষ যা খোদা তাআলা নিজ হাতে রোপন করেছিলেন গোটা বিশ্বের পুণ্যাত্মাদের নিজ স্নেহের ছায়ায় যার আশ্রয় দেয়ার ছিল এবং দিচ্ছে, তা এসব বামনদের পদাঘাতে মোটেও দোদুল্যমান হবার নয়। আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলেছিলেন, আমি তোমার ও তোমার প্রিয়দের সাথে আছি। প্রত্যেক দিন অত্যন্ত মহিমার সাথে এই ইলহাম পূর্ণ হচ্ছে। (এ পর্যায়ে হুযূর বলেন, আপনারা নির্দ্বিধায় ধ্বনি উচ্চকিত করে নিজেদের আবেগ প্রকাশ করুন কিন্তু এখনও আমি অনেক কিছু বলবো তাই কিছুটা বিরতি দিয়ে দিয়ে 'নারা' লাগান।

বিশেষভাবে কাদিয়ানবাসীরা যথেষ্ট আবেগাপুত হয়ে আছেন)। যাহোক, আমি বলছিলাম যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার এই ইলহাম, *'আমি তোমার ও তোমার প্রিয়দের সাথে আছি'* তা প্রতিদিন স্ব- মহিমায় পূর্ণ হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুতে এর প্রথম বিকাশ ঘটেছে। মু'মিনদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে গিয়ে যখন আল্লাহ্ তাআলা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে পুরো জামা'তকে ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছেন তখন অ-আহমদীদের ধারণা ছিল, অশীতিপর এক বুড়ো জামা'তকে কি-ইবা সামলাবে? কার্জন গেজেট নামক একটি পত্রিকা লিখেছে, *'মির্যায়ীদের হাতে এখন কি-ইবা বাকী আছে! তাদের মাথা কাটা পড়েছে। এক ব্যক্তি তাদের ইমাম নিযুক্ত হয়েছে; তাকে দিয়ে কিচ্ছু হবেনা। হ্যাঁ, সে কোন মসজিদে কুরআন শুনাতে পারবে।'* কিন্তু সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে বলতো যে তাঁকে দিয়ে কিছুই হবে না, অথচ সে কাজ তিনি নিশ্চিতভাবে সম্পাদন করেছেন যা তাদের কাছে ছিল গুরুত্বহীন অর্থাৎ কুরআন করীমের সূক্ষ্ম মা'রেফত ও তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করা। আর এটিই মূলত সেই কাজ, যেজন্য আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়া কবুল করে মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন, আর এই কাজের জন্যই আল্লাহ্ তাআলা আখারীনদের মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং একই কাজের জন্য আল্লাহ্ তাআলা জামা'তের মধ্যে খিলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু বস্তুবাদী চোখ মহান এ উদ্দেশ্যের বুঝবেটা কী? যাহোক, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, *'খোদা এমনটিই করুন, আমি যেন তোমাদেরকে কুরআন শুনাতে পারি।'* বিরুদ্ধবাদীরা এমনকি কতক আপনজন, যাদের মধ্যে কপটতা ছিল, তারা ভাবতো, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল বৃদ্ধ ও দুর্বল, তিনি জামা'তকে কীভাবে পরিচালনা করবেন! শত্রুরা মনে করতো, দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে জামা'ত ধীরে-ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর সেই সব মুনাফেক প্রকৃতির লোকেরা নিজস্ব চিন্তাধারা মোতাবেক যারা নিজেদের জামা'তের খুঁটি মনে করতো, তাদের ধারণা অনুযায়ী আঞ্জুমানই মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত, তাই এদের হাতেই সকল দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া উচিত। দ্বিমুখী এই আক্রমণ ও ফিৎনাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এত দৃঢ়তার সাথে দমন করেন,

যা কেবল ঐশী খিলাফতই করতে পারে। খিলাফতের আসনে সমাসীন হয়েই সর্বপ্রথম তিনি যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন এর শেষাংশে তিনি বলেন, *‘তোমাদের আকর্ষণ যে দিকেই হোক না কেন, তোমাদেরকে এখন থেকে আমার নির্দেশাবলী মানতেই হবে। আমার এ কথা মানতে তোমরা যদি প্রস্তুত থাক, তাহলে আমি স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় এ বোঝা বহন করবো। বয়াতের সেই দশটি শর্ত–অর্থাৎ- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক নির্ধারিত বয়াতের শর্তগুলো অপরিবর্তিত থাকবে। এর সাথে আমি বিশেষ করে কুরআন শেখা এবং যাকাতের ব্যবস্থা করা, জামা’তের মধ্যে বক্তা বা আলেম-উলামা সৃষ্টি করা আর সেইসব নির্দেশ যা বিভিন্ন সময় আল্লাহ্ তাআলা আমার হৃদয়ে সঞ্চার করবেন তা অন্তর্ভুক্ত করছি। সেই সাথে আমার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ধর্মীয় শিক্ষা ও মাদ্রাসার শিক্ষাদান-পদ্ধতি চলতে থাকাও বাঞ্ছনীয়। এ বোঝা আমি কেবল আল্লাহ্ তাআলার খাতিরেই বহন করবো যিনি বলেছেন,*

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ *(সূরা আল্ ইমরান: ১০৫)।* *স্মরণ রেখ! ঐক্যের মাঝেই সব কল্যাণ নিহিত। যাদের কোন নেতা নেই তারা মৃত।’* জামা’তকে খন্ড-বিখন্ড অবস্থায় দেখার যে স্বপ্ন অ-আহমদীদের ছিল, সে মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হবার ছিল না, আর তা হয়ওনি। অবশ্য কোন–কোন মুনাফেক ও তাদের হাতের ক্রীড়ণকদের পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণ আশংকা দেখা দিতে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ বিষয়টি অবগত হবার পর গভীর প্রজ্ঞা ও বলিষ্ঠতার সাথে তা দমন করেন। এহেন এক পরিস্থিতিতে তিনি মসজিদে মুবারকে অত্যন্ত জ্বালাময়ী একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। (বিরুদ্ধবাদীদের কথা শুনে) তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের ব্যবহারে আমাকে এতটা কষ্ট দিয়েছো যে, মসজিদের সেই অংশে আমি দাঁড়াইনি যে অংশ তোমরা বানিয়েছ। মসজিদে মুবারকের কিছু অংশ পরবর্তীতে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল আর প্রথম অংশটি ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের। তিনি সেই অংশেই দাঁড়িয়েছিলেন যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে নির্মিত। পরবর্তীতে যে অংশ জামা’তের চাঁদায় নির্মিত হয়েছে, তা হলো সম্প্রসারিত অংশ। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে এত কষ্ট দিয়েছ যে, আমি মসজিদের সেই অংশে দাঁড়াইনি যে অংশ তোমাদের বানানো বরং আমি আমার মির্যার মসজিদে

দাঁড়িয়েছি। তিনি আরও বলেন, আমার সিদ্ধান্ত হলো, জামা'ত এবং আঞ্জুমান উভয়ই খলীফার আজ্ঞাবহ এবং এতদুভয়ই সেবক বা অধীনস্থ। আঞ্জুমান হলো উপদেষ্টা, তাই তাকে কাজে লাগানো খলীফার জন্য আবশ্যক। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি লিখেছে যে খলীফার কাজ হলো শুধু বয়াত গ্রহণ করা আর প্রকৃত কর্তা হলো আঞ্জুমান, তার তওবা করা উচিত। খোদা আমাকে জানিয়েছেন, এ জামা'তের কেউ যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তবে তার পরিবর্তে আমি তোমাকে একটি জামা'ত দান করব। তিনি আরো বলেন, বলা হয়ে থাকে– খলীফার কাজ কেবল নামায বা জানাযা পড়ানো বা বিয়ের এলান করা ও বয়াত গ্রহণ করা। এ কাজতো এক মোল্লাও করতে পারে, এর জন্য খলীফার কোন প্রয়োজন নেই। আর আমি এ ধরনের বয়াতের উপর থু-থুও ফেলি না। বয়াত হলো পূর্ণ আনুগত্যের নাম, যাতে খলীফার কোন একটি নির্দেশকেও অমান্য করার প্রশ্ন থাকবে না। তাঁর এ বক্তৃতা এত প্রভাব বিস্তার করে যে, বর্ণনাকারীরা বলেন, বিভিন্ন জামা'তের উপস্থিত শত-শত লোক যাদের উপর বিরোধীরা নিজেদের প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছিল, তারা বেদনায় ব্যাকুল হয়ে এমনভাবে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন আর মসজিদের মেঝেতে সেভাবে ছটফট করেন যেভাবে জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠলে ছটফট করে। সুতরাং আহমদীদের ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তনের এটিই ছিল প্রথম বিকাশ যা জামা'তের সদস্যদের মাঝে দৃশ্যমান হয় আর যুগ খলীফার সত্তায়ও তা অত্যন্ত মহিমার সাথে উদ্ভাসিত হয়। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) সর্ব প্রকার ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থেকে ঘোষণা করলেন, কেউ যদি মুরতাদ হতে চায় তবে হোক। খোদা তাআলা এর পরিবর্তে আমাকে একটি জামা'ত দান করবেন। এক ব্যক্তি ফিরে গেলে একটি দল আসবে। অতএব তাঁর এ ঘোষণার ফলে একদিকে যেমন বিরোধীরা দমে গেল, তেমনিভাবে নিষ্ঠাবান আহমদীদের সংশোধন এবং ঈমানের উন্নতির কারণ হলো আবার সেইসব কপটের দলও কিছু সময়ের জন্য অবদমিত হয়ে রইলো আর জামা'ত উন্নতির সোপান অতিক্রম করে চললো। অবশেষে **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ** *(সূরা আর্ রহ্মান:২৭)* অনুযায়ী ১৩ই মার্চ ১৯১৪ সালে তিনি তাঁর পরম বন্ধুর সাথে মিলিত হলেন। তখন পুনরায় জামা'তে ভূমিকম্পের এক পরিস্থিতি দেখা দেয়। আঞ্জুমানের সেই সব কর্ণধার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের ভয়ে যারা চুপ

ছিল, তারা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আর অপচেষ্টা চালায় যেন খিলাফতের পরিবর্তে আঞ্জুমানকে সমস্ত কর্তৃত্ব সোপর্দ করা হয় আর আঞ্জুমান যেন সব বিষয়ের হর্তাকর্তা সেজে বসে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের মৃত্যুতে নিষ্ঠাবান আহমদীরা শোকে মুহ্যমান হয়ে ঐশী শক্তির নুতন বিকাশের অপেক্ষায় দোয়ারত ছিলেন; কিন্তু এসব হর্তাকর্তা যারা নিজেদের বড় জ্ঞানী মনে করতো তারা নিজ স্বীয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-কে তারা বুঝানোর চেষ্টা করলো কিন্তু তিনি একথার উপরই জোর দিলেন, জামা'তের একজন খলীফা থাকা অপরিহার্য। শুধুমাত্র আঞ্জুমানের উপর নির্ভর করা যেতে পারে না। তিনি আরো বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও একথাই বলেছেন। হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) তাদেরকে বললেন, আপনারা যাঁর হাতে বয়াত করবেন আমি এবং আমার পরিবার পুরো আন্তরিকতার সাথে তাঁরই হাতে বয়াত করবো। আপনারা আমাকে ভয় করবেন না। খলীফা হবার কোন সাধ আমার নেই। কিন্তু তথাকথিত এমন আলেমরা যারা নিজেদের অধিকতর জ্ঞানী মনে করতো তারা এই হঠকারিতায় অনড় রইল যে আঞ্জুমানই এর ন্যায্য উত্তরাধিকারী। পরিশেষে তারা এ হঠকারিতা পরিত্যাগে অস্বীকৃতি জানালে জামা'তের বড় এক অংশ 'নূর' মসজিদে সমবেত হয় এবং ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ দ্বিতীয় খলীফার নির্বাচন হয়। উপস্থিত প্রায় দু'হাজার জনতার মুখে, চতুর্দিক থেকে হযরত মিয়া সাহেব, [অর্থাৎ হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব (রা.)]-এর নাম ধ্বনিত হতে থাকে। মানুষ ব্যাকুল হয়ে, একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের হাতে বয়াত করার চেষ্টা করে। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী লিখেন: তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন, ফিরিশ্তারা মানুষকে ধরে-ধরে আল্লাহ্র মনোনীত ব্যক্তির কাছে (বয়াতের জন্য) নিয়ে আসছে। খিলাফতের অস্বীকারকারী–যারা আঞ্জুমান এবং এর অর্থ-কড়ির সর্বেসর্বা ছিল এ দৃশ্য দেখে সেখান থেকে সটকে পড়ে। এভাবে আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে জামা'তকে সুদৃঢ় করে তাদের ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃঢ়প্রত্যয়ী এই সন্তান তথা মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ৫২ বছরব্যাপী খিলাফতকালে

জামা'ত উন্নতির এমন সব দৃশ্য দেখেছে, আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ সমর্থন ছাড়া তা সম্ভবপর ছিল না। অর্থভান্ডার শূন্য রেখে যারা চলে যায় তাদের দাবি ছিল, কাদিয়ানে এখন খৃষ্টান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে! জীবিত থাকলে তারা আজ প্রত্যক্ষ করতো, কাদিয়ানে খৃষ্টানদের রাজত্বের তো প্রশ্নই উঠে না বরং দৃঢ়প্রত্যয়ী এই প্রতিশ্রুত সন্তান সহস্র-সহস্র খৃষ্টানকে মুহাম্মদী মসীহ্র পতাকাতলে সমবেত করেছেন। যখন আহরারী নৈরাজ্য প্রবলভাবে দেখা দেয়, যারা ঘোষণা দিয়েছিল যে, কাদিয়ানের প্রতিটি ইট মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হবে, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তখন তাহরীকে জাদীদের ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে গোটা পৃথিবীতে তবলীগী মিশনের জাল বিস্তারের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর কুরআনের তফসীর এবং অন্যান্য বই-পুস্তক সারা পৃথিবীতে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে, যা তাঁর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধশালী হবার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করার চির অম্লান সাক্ষ্য বহন করবে। হিজরতের সময় এলে দৃঢ়চেতা এই মানব, জামা'তকে এমনভাবে নেতৃত্ব দেন যাঁর ছায়ায় ন্যূনতম ক্ষতি স্বীকারের মধ্য দিয়ে জামা'তের সদস্যরা পাকিস্তানে এসে বসতি স্থাপন করে। সমূহ সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি সত্ত্বেও কাদিয়ানে নিজের ছেলেসহ আত্মত্যাগী এমন সদস্যদের তিনি ছেড়ে এসেছেন যারা সর্বমূল্যে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর (শায়ায়েরুল্লাহ্) রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পাকিস্তানে আহমদীয়া কেন্দ্রের প্রয়োজন অনুভব করে শুষ্ক ও পতিত এক ভূমিকে তিনি নিজ সুমহান নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতায় সবুজ-শ্যামল একটি শহরে পরিণত করেছেন যা আজ আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি। সেই ২৫ বছর বয়স্ক যুবক-যাঁর বিরুদ্ধে দৃশ্যত বড়-বড় আলেম, জ্ঞানী এবং হর্তা-কর্তারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, খোদা তাআলার পক্ষ থেকে যখন সাহায্যপ্রাপ্ত হলেন, আর ঐশী মনোনয়নের কৃপাদৃষ্টি তাঁর উপর পড়লো এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল হলেন তখন সফল সেনাপতির ন্যায় একের পর এক দিগ্বিজয় করতে থাকেন। আর আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও সমর্থনে স্বীয় মান্যকারী এবং মুহাম্মদী মসীহ্র সেবকদের ভয়-ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করতে থাকলেন। অবশেষে ঐশী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের নভেম্বরে তিনি যখন এ ধরা থেকে বিদায় নেন আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে দ্বিতীয় কুদরতের তৃতীয় বিকাশ

দেখান। দ্বিতীয় খিলাফতের বায়ান্ন বছর এত সুদীর্ঘ সময় ছিল যাতে কয়েকটি প্রজন্ম তাঁর কল্যাণে অভিষিক্ত হয়েছে। সে যুগে প্রত্যেক আহমদীর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এমন মনে হচ্ছিল জামা'ত যেন তাঁর মৃত্যুর শোক সইতে পারবে না। কিন্তু স্বীয় প্রতিশ্রুতির কল্যাণে খোদা তাৎক্ষণিকভাবে ভীতিকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেন। এ দৃশ্যই আমরা তৃতীয় খলীফার যুগে প্রত্যক্ষ করেছি। প্রতিটি পদক্ষেপে জামা'তের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকাতে স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, তবলীগের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া, এরপর ১৯৭৪ সালের পরিস্থিতি যা পাকিস্তানের জামাতসমূহের জন্য খুবই ভয়াবহ ছিল; যুগ খলীফার পাকিস্তানে অবস্থান করা পৃথিবী জুড়ে গোটা জামা'তের জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ছিলো। কিন্তু খিলাফতরূপী ঢালের আড়ালে জামা'ত ভীতিপ্রদ এ সমস্ত পরিস্থিতিকে অত্যন্ত সফলতার সাথে মোকাবিলা করেছে আর উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে। এরপর ১৯৮২ সালে খলীফাতুল মসীহ্ সালেসও আমাদের মাঝ থেকে যখন বিদায় নিলেন তখন পুনরায় আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় জামা'তকে আশ্রয় দেন এবং ৪র্থ খলীফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর সময় জামা'তে উন্নতির এক নব যুগ সূচিত হয়। শত্রু জামা'তের উন্নতি দেখে হতবাক হয়ে যায় এবং খিলাফতের উপর আক্রমণ হানার অপচেষ্টা চালায়। তারা নিজস্ব অভিলাষ চরিতার্থ করতে জামা'তকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথী হন এবং শত্রুর সব ষড়যন্ত্র নস্যাত করে খলীফাতুল মসীহ্ রাবেকে এখানে (লন্ডনে) অলৌকিকভাবে পৌঁছে দেন। আর যে শত্রু খিলাফতকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, আল্লাহ্ তাআলা তাকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করলেন যে, তাঁর দেহের কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। এরপর এখানে এসে ইসলাম প্রচারের এক নব যুগের সূচনা হলো, MTA-র প্রবর্তন হলো, এতে করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তবলীগ নতুন এক আঙ্গিকে পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে পৌঁছায়। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত আমাদের খোদার অন্যতম প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হলো। শত্রু তো 'খিলাফত' এর ওপর আঘাত হেনে একে নিস্তেজ করার পাঁয়তারা করছিল কিন্তু ভিন্ন এক পদ্ধতিতে মানুষের ঘরে-ঘরে একে পৌঁছানো ছিল আল্লাহ্ তাআলার পরিকল্পনা। আর ভৌগলিক কোন সীমারেখা সে পথে

বাধ সাধা সম্ভব ছিল না। জামা'তের এসব উন্নতি একে-একে আমি যদি উল্লেখ করতে থাকি তবে কয়েক ঘন্টায়ও তা শেষ হবে না। জলসার বক্তৃতাসমূহে এর উল্লেখ হয়ে থাকে আর ভবিষ্যতেও ইনশাআল্লাহ্ অব্যাহত থাকবে। মোটকথা চতুর্থ খিলাফতের স্বর্ণ যুগ আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী ২০০৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত জামা'তকে নিত্য-নতুন পথের দিশা দিতে থাকে। তাঁর মৃত্যুতে জামা'ত আরেকবার ভীতিপ্রদ অবস্থায় আল্লাহ্র দরবারে সিজদাবনত হয়। কেননা, একজন মু'মিনের প্রতি এটি-ই নির্দেশ আর এটি-ই একজন মু'মিনকে শোভা পায়। অর্থাৎ- যখনই বিপদগ্রস্ত হয় তখনই আল্লাহ্র প্রতি বিনত হয়। যাহোক ঐশী প্রতিশ্রুতি যে চিরকাল পূর্ণ হতে থাকবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের পূর্বেই আশ্বস্ত করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর ভয়-ভীতির অবস্থাকে যে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করেছিলেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন, ***'সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং সেটি তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত'*** এবং তাঁর একথা বলা যে, ***'বিরুদ্ধবাদীদের দুটি বৃথা আস্ফালনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তাআলা দু'টি কুদরত (পরাক্রমশালী শক্তি) প্রদর্শন করেন'*** সে অনুসারে চতুর্থ খিলাফতের পর আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় জামা'তের নিরাপত্তা বিধান করেছেন। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন, এটা স্থায়ী অর্থাৎ দ্বিতীয় কুদরত চিরস্থায়ী, এ দৃশ্য MTA-র মাধ্যমে পুরো জগদ্বাসী পুনরায় দেখেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খিলাফতে রাশেদা স্বল্পকাল স্থায়ী হওয়া আর শুধু চারজন খলীফা হওয়াও উল্লিখিত হাদীস মোতাবেক মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হয়েছে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর ইসলামের ইতিহাসে প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় সংযোজিত হবার ছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কুদরতে সানিয়ার পঞ্চম যুগও একটি নতুন অধ্যায় এটা শত্রুদের গালে চপেটাঘাত এবং শত্রুদের উল্লাসকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়ার একটি মাধ্যম। জামা'তের উন্নতিকে শত্রুরা আজ অধিকতর হিংসার দৃষ্টিতে দেখছে, কেননা আক্ষেপের সাথে তারা লক্ষ্য করছে যে, সব বিরোধিতা সত্ত্বেও আহমদীয়া জামা'ত খিলাফতের ছায়ায় অনবরত উন্নতি করে চলছে। (এ পর্যায়ে হুযূর বলেন, কাদিয়ানের তুলনায়

রাবওয়াতে বেশ দেরিতে শব্দ পৌঁছাচ্ছে তাই আমারই অপেক্ষা করা উচিত মনে হয়) কেননা, বিরুদ্ধবাদীরা পরিতাপের সাথে স্বয়ং লক্ষ্য করছে, আহমদীয়া জামা'ত সব ধরনের বিরোধিতা সত্ত্বেও খিলাফতের নেতৃত্বে উন্নতি করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলার এই ঘোষণার উত্তরাধিকারী হয়ে চলছে, *'আমি মু'মিনদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করব'* আল্লাহ্ তাআলা জামা'তকে দৃঢ়তা প্রদান করে যাচ্ছেন। প্রতিদিন এর শিকড় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে।

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদের অর্থাৎ- মু'মিনদের সব ভয়-ভীতিকে খিলাফতের তত্ত্বাবধানে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করছেন। আল্লাহ্র রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে রাখার কল্যাণে শত্রুদের সব অপচেষ্টা সত্ত্বেও আহমদীরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছেন। আর বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মানবতাকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করছেন, যাতে তারা নিজ স্রষ্টা খোদাকে চিনতে পারে। স্বয়ং বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করেন, খিলাফত ছাড়া মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য অসম্ভব। ইসলামের উন্নতি হওয়াও সম্ভব নয় আর ঐক্যও অসম্ভব। কিন্তু চোখের উপর পর্দা থাকায় খোদা তাআলা যাঁকে 'খাতামুল খোলাফা' বানিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁকে এবং তাঁর পর প্রতিষ্ঠিত খিলাফতকে তারা অস্বীকার করে চলছে। খিলাফত সম্বন্ধে তাদের যে আক্ষেপ এর দু'একটি উদাহরণ পেশ করছি। করাচির জামেয়া আশরাফিয়ার মোহতামীম, মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব বলেন, *''নবুওয়তের পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খিলাফতের যতটা সম্পর্ক আছে, এর চেয়ে উত্তম আর কোন ব্যবস্থাপনা নেই। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের প্রাণ ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন' কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের পারস্পরিক মতবিরোধ চরমে পৌঁছেছে। খিলাফতের সাথে যতটুকু সম্পর্ক আছে, কাকে খলীফা হিসেবে মানবে! মক্কা মোকাররমা থেকে যদি খলীফা নির্বাচন করা হয় তাহলে বেরেলবীগণ সর্বাগ্রে বিতন্ডা সৃষ্টি করবে। খিলাফত সম্বন্ধে আমি আমার সঙ্গীদের সাথেও পরামর্শ করেছি, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় পাকিস্তানে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।''* একজন বুদ্ধিজীবী হুমায়ুন গওহর ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে 'সফর কা আগায হোতা হ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, *''আজ আমরা*

নিজেদের সেকেলে চিন্তাধারা, গর্হিত সামাজিক রীতি–নীতি ও অজ্ঞতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি। আর পারিবারিক ও সামাজিক কদাচার আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। অন্যায় অবিচার চরম আকার ধারণ করেছে। পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। তাই আমাদের নির্মল বায়ু প্রবাহের প্রয়োজন যা উম্মতের সংশোধন ঘটাতে পারবে। এ জন্য অনেক বেশি সাহস ও উদ্যমের প্রয়োজন, দৃঢ় ঈমান ও সংকল্পের বলিষ্ঠতা চাই। মুসলমানদের খিলাফতের ন্যায় প্রতিষ্ঠান দ্বারাই এটি সম্ভব।" সুতরাং এসব হচ্ছে তাদের আক্ষেপ। লোকেরা খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে কিন্তু তা প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। পঞ্চম খিলাফতের নির্বাচন আর বয়াত গ্রহণের দৃশ্য MTA গোটা বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছে। যেসব বিষয় এরা আক্ষেপের সাথে উল্লেখ করছে, পঞ্চম খিলাফতের নির্বাচনের সময় পৃথিবীবাসী দেখেছে, জামা'ত কিভাবে এক হাতে সমবেত হয়ে ঐক্য প্রদর্শন করেছে। এদের মধ্যে অনেকে নির্দ্বিধায় স্বীকারও করেছে, খোদা তাআলার বাস্তব সাক্ষ্য তোমাদের স্বপক্ষে রয়েছে বলে মনে হয়। এতদ্সত্ত্বেও এ কথা তাদেরকে সংশোধনের প্রতি আকৃষ্ট করার পরিবর্তে তাদের হিংসা বৃদ্ধি করেছে। জামা'তের বিরুদ্ধে আজকাল পাকিস্তানে মোল্লাদের সভা-সমিতি করার কারণ হলো জামা'তের ঐক্য ও উন্নতি তাদের চক্ষুশূল। এই আক্ষেপ আর হিংসাই এখন এদের নিয়তি। আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও সমর্থনের বাতাস প্রবলবেগে জামা'তের অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছে।

ইনশাআল্লাহ্ এদের সব মনোবাঞ্ছা ও অপচেষ্টা শূন্যে মিলিয়ে যাবে। হে আহমদীয়াতের শত্রুরা! আমি তোমাদেরকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি, খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যদি তোমরা আন্তরিক হয়ে থাকো তাহলে এসো মুহাম্মদী মসীহ্র দাসত্ব বরণ করে তাঁর প্রবর্তিত চিরস্থায়ী খিলাফত ব্যবস্থাপনার অংশ হয়ে যাও। নতুবা চেষ্টা করতে-করতে তোমরা মরে গেলেও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। ***তোমাদের বংশধরেরাও যদি তোমাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তারাও কোন খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।*** প্রজন্ম পরম্পরায় তাদের বংশধরগণও যদি কিয়ামতকাল পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে, তারাও সফল হতে পারবে না। খোদাকে ভয় কর আর খোদার সাথে যুদ্ধ করো না। নিজেদের ও নিজ বংশধরদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর। অ-আহমদীদের সম্পর্কে যেসব

কথা আমি বর্ণনা করেছি, তাদের আক্ষেপমূলক এসব কথা আমাদের জন্য আনন্দের কারণ হওয়া উচিত নয় বা শুধুমাত্র কোন কোন সহমর্মী হৃদয়ে তাদের জন্য কেবলমাত্র সহানুভূতি সৃষ্টি হলে চলবে না। যে হিংসার অনলে শত্রুরা জ্বলছে, এমন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টাও করে আর দুর্বল আহমদীদের পেলে তাদের উপর হামলাও চালায়। এ কারণে আজ খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত আহমদীদের উচিত, খিলাফতের মজবুতি এবং দৃঢ়তার জন্য দোয়ার পাশাপাশি জামা'তের সদস্যগণ একে অপরের জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা সেই সব হিংসুক এবং অনিষ্টকারীদের হিংসা ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন। **এই যুগ, যাতে আমরা পঞ্চম খিলাফতের ছায়ায় খিলাফতের নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করছি, ইনশাআল্লাহ্তা'লা এটি আহমদীয়াতের উন্নতি ও বিজয়ের যুগ। আপনাদের আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য-সমর্থনের এমন সব অধ্যায় সূচিত হয়েছে যে, আগত প্রতিটি দিনে জামা'তের বিজয় নিকট থেকে নিকটতর হতে দেখা যাচ্ছে।** আমি যখন আত্মবিশেষণ করি লজ্জায় মরে যাই, আমি তো এক অধম, অকর্মণ্য, অযোগ্য, পাপী মানুষ। জানিনা এ পদে আমাকে অধিষ্ঠিত করার মাঝে আল্লাহ্ তাআলার কী প্রজ্ঞা নিহিত, তবে একথা অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে আমি বলতে পারি, খোদা তাআলা এ যুগকে স্বীয় অফুরান সাহায্য ও সমর্থনে ধন্য করে উন্নতির রাজপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবেন, ইনশাল্লাহ্তালা। এমন কেউ নেই যে, এ যুগে আহমদীয়াতের উন্নতিকে ঠেকাতে পারে এমনকি এ উন্নতি ভবিষ্যতেও কখনো বাধাগ্রস্ত হবে না। খলীফাদের ধারা বহমান থাকবে এবং আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে, ইনশাল্লাহ।

গত পাঁচ বছর ধরে রীতি এটিই চলে আসছে, জলসার বক্তৃতাসমূহে ঐশী কৃপাবারির কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে আর এবারও ইনশাল্লাহ্তালা তাই হবে। সুতরাং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে যে উন্নতিকে সংশিষ্ট করা হয়েছে আর যার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকায়ও করেছেন তা এক অনন্ত ধারা। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি–যে খিলাফতের সাথে জড়িয়ে থাকবে, নিজ ঈমান ও সৎকর্মে উন্নতি করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে সেসব নিয়ামতরাজি প্রত্যক্ষ করাবেন যা খিলাফতের সাথে জুড়ে থাকার

ফলে জামা'তের প্রত্যেকেই দেখতে পাবে। আল্লাহ্ তাআলা আহমদীয়া খিলাফতকেও এমন সব সদস্য দান করবেন যারা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় ক্রমশ উন্নতি করবে। জীবন বাজি রেখে খিলাফতের অস্তিত্ব ও দৃঢ়তার জন্য যারা কাজ করবেন, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাদের হৃদয়কে খিলাফতের প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ করেছেন ও করতে থাকবেন। প্রতিনিয়তই আমি এমন দৃশ্য প্রত্যেক জাতি ও প্রতিটি দেশে প্রত্যক্ষ করছি। সম্প্রতি আফ্রিকা সফরের বিভিন্ন দৃশ্য আপনারা অবলোকন করেছেন, কিভাবে তারা ভালবাসায় বিভোর। **আল্লাহ্ তাআলা অনেক পূর্বেই আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, এ যুগে তিনি স্বয়ং নিজ সন্নিধান থেকে বিশ্বস্তদেরকে প্রস্তুত করতে থাকবেন। সুতরাং এগিয়ে চলুন এবং নিজ ঈমান ও সৎকর্মের বিশেষণ করে আপনাদের প্রত্যেকেই সেসব কল্যাণময় ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হোন যাদেরকে খোদা তাআলার খিলাফতের সুরক্ষার জন্য স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে উম্মুক্ত তরবারী হিসেবে দাঁড় করাবেন।** কিছুদিন পূর্বে এক বন্ধু আমাকে লিখেছেন, খিলাফতের শত বর্ষ পূর্ণ হচ্ছে বলে আমরা যেমন আনন্দিত, তেমনি একটি বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থও বটে যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে একশ বছর দূরে চলে এসেছি আর এ কারণে কোথাও আমাদের মাঝে দুর্বলতা না বেড়ে যায়। তার এ উৎকণ্ঠা খুবই যৌক্তিক। কিন্তু খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি, মহানবী (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বক্তব্য যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় খিলাফতের সাথে সংশিষ্ট থাকার কারণে আমরা ঐশী পুরস্কারের উত্তরাধীকারী হতে থাকবো, ইনশাআল্লাহ্। এই পত্রের সাথেই দৈবক্রমে আরো একটি পত্রে আমেরিকা নিবাসী আমাদের একজন মুবাল্লেগ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কর্তৃক গৃহীত একটি অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যা ১৯৫৯ সালে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমায় উপস্থিত খোদ্দামের কাছ থেকে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এটি এমন এক অঙ্গীকার যা আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যরাও পড়ুন আর পুনঃপুন পড়তে থাকুন আর সব জলসায় এর পুনরাবৃত্তি করুন এবং পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে ইসলাম ও আহমদীয়াত যত দিন জয়যুক্ত না হয় প্রজন্ম পরম্পরায় এ অঙ্গীকার পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন। প্রথমোক্ত বন্ধুর পত্রের কারণে আমার দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় আর পরবর্তী পত্রটি পেয়ে এ

বিষয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ হয়। তার এ প্রস্তাব আমার ভাল লেগেছে যে, আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পৃথিবীর সব আহমদীর এই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা উচিত। অতএব *সামান্য পরিবর্তনের সাথে আমি আজ শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষ্যে আপনাদের কাছ থেকেও এই অঙ্গীকার গ্রহণ করছি যেন আমাদের কর্মকাল যুগের দিক দিয়ে ব্যবধানে থাকা সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা এবং আল্লাহ্ তাআলা ও রসূল (সা.)-এর আদর্শ থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে নিতে না পারে* বরং খোদার প্রতিশ্রুতির গুরুত্ব যেন আমরা প্রতি দিন নতুনভাবে উপলব্ধি করি। অতএব এ প্রেক্ষাপটে আমি এখন এই অঙ্গীকার গ্রহণ করবো। আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার সামনে জলসায় যারা উপস্থিত আছেন উঠে দাঁড়ান, মহিলারাও দাঁড়িয়ে যান, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যারা সমবেত হয়েছেন তারাও সবাই দাঁড়িয়ে এ অঙ্গীকার পাঠ করুন :

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولـه.

আহমদীয়া খিলাফতের শত বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আজ আমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে এই অঙ্গীকার করছি, ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রসার আর হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নাম পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য আমরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। পবিত্র এই দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর জন্য আমাদের জীবন সর্বদা উৎসর্গ করে রাখবো এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ত্যাগ স্বীকার করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে বিশ্বের প্রতিটি দেশে সমুন্নত রাখবো। আমরা আরও অঙ্গীকার করছি, খিলাফত ব্যবস্থার সুরক্ষা এবং এর দৃঢ়তার লক্ষ্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাবো। অধিকন্তু বংশ পরম্পরায় নিজ সন্তান-সন্ততিদের খিলাফতের সাথে সংবদ্ধ থাকা ও এর কল্যাণরাজি অর্জনে সচেষ্ট থাকার বিষয়ে
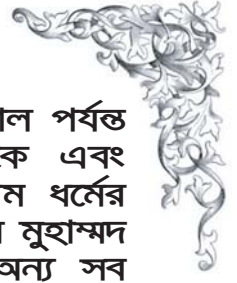
নসীহত করে যাবো, যেন কিয়ামতকাল পর্যন্ত আহমদীয়া খিলাফত সুরক্ষিত থাকে এবং আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত থাকে। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা যেন অন্য সব পতাকার উর্ধ্বে উড্ডীন থাকে। হে খোদা! এই অঙ্গীকার পূর্ণ করার সামর্থ্য তুমি আমাদের দাও। আল্লাহুম্মা আমীন। আল্লাহুম্মা আমীন। আল্লাহুম্মা আমীন!

(এ পর্যায়ে হুযূর বলেন, সবাই বসুন।)
হে মুহাম্মদী মসীহ্র সেবকগণ! তাঁর বৃক্ষরূপ সত্তার সবুজ সতেজ শাখা-প্রশাখা! আমি আশা করি, এ অঙ্গীকার আপনাদের মাঝে নতুন এক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটিয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবেগ আগের চেয়ে আরো বেশি সৃষ্টি হয়েছে। অতএব এই আবেগ, উৎসাহ-উদ্দীপনা আর কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়ে আহমদীয়া খিলাফতের নতুন শতাব্দীতে আপনারা প্রবেশ করুন। ২৭শে মে'র এই দিনটি যেন আমাদের মাঝে এক নব-চেতনার উন্মেষ ঘটায় আর আমাদের জীবনে যেন এমন এক বৈপবিক পরিবর্তন আনয়ন করে–যা কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মাঝে বিপব সৃষ্টি করতে থাকবে। মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাদের এই যুগে প্রবিষ্ট করানো এ বিষয়টি প্রমাণ করছে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বৃক্ষরূপ অস্তিত্বের সবুজ সতেজ ডালপালায় পরিণত হতে আমরা চেষ্টা করি এবং করছি। তিনি (আ.) নিজ জামা'তকে কত যে স্নেহ করেন, এর সম্পর্কে কত না উচ্চ ধারণা পোষণ করেন! যেমন তিনি বলেছেন:

''যেসব উন্নতি ও পরিবর্তন আমাদের জামা'তের মাঝে পরিদৃষ্ট হয় তা জগতে সমসাময়িককালে অন্য কোথাও খুঁজে পাবে না।"

হুযূর (আ.)-এর উচ্চ এ ধারণা আমাদের কাছে কি এই আশা করে না যে, আমরা নিজেদের মাঝে আত্মিক বিপব সৃষ্টির আরও বেশি চেষ্টা করি? নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে সব ধরনের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকি? খিলাফতের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের প্রতি
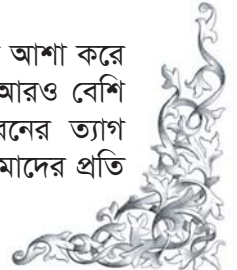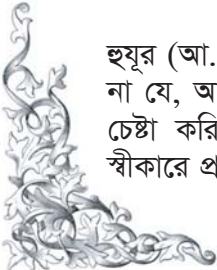
আল্লাহ্‌তাআলা যে অনুগ্রহ করেছেন এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করি? এ অনুগ্রহের ফলশ্রুতিতে বয়াতের অঙ্গীকার পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে বেশি যত্নবান হই? আল্লাহ্‌ তাআলার এই অনুগ্রহের কারণে খিলাফতের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্যের মানকে ক্রমশ উন্নত করতে থাকি। এই অনুগ্রহের ফলশ্রুতিতে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সুর-মূর্ছনা আপন-পর সবার মাঝে ছড়িয়ে দিই। এসব পুণ্য অবলম্বন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশই আমাদের জীবনের নিশ্চিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সম্প্রীতি ও ভালবাসার প্রস্রবণ আমাদের হৃদয় থেকে উৎসরিত হওয়া আবশ্যক। অঙ্গীকার পূর্ণ করা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করার নতুন-নতুন পথ ও পন্থা অবলম্বন করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এসব করতে পারলে আমরা এই ঐশী পুরস্কারের যথাযথ মূল্যায়নকারী হিসাবে পরিগণিত হবো। আর যখন এমনটি হবে, তখন আমরা স্থায়ী খিলাফতের কল্যাণ অবিরাম ধারায় লাভ করতে সক্ষম হবো। আর আল্লাহ্‌ তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহের বিরামহীন বারিধারা আমাদের উপর বর্ষিত হতে থাকবে।

অতএব, হে আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আর আমার প্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রিয়রা! তোমরা জাগ্রত হও!! এই পুরস্কার সুরক্ষার জন্য নতুন এক উদ্দীপনা ও চেতনা নিয়ে নিজেদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার সমীপে বিনত থেকে, তাঁর কাছে সাহায্য যাচনা করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়। কেননা, এরই মাঝে তোমাদের জীবন নিহিত। তোমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবনও এতেই। আর এরই মাঝে নিহিত মানবতার স্থায়িত্ব। আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাদের ও আমাকে সে সৌভাগ্য দান করুন যেন, আমরা স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারি। আল্লাহুম্মা আমীন।

(বাংলা ডেস্ক লন্ডন কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত)

আহমদীয়া খিলাফত শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ২৭ মে ২০০৮ তারিখে লন্ডনের এক্সেল সেন্টারে
সৈয়দনা আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ভাষণ প্রদান করছেন।